শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নতুন কালের চোখে

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। বাংলার বাইরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর বই ই সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে। সিনেমা (সবাক, নির্বাক, হিন্দি, বাংলা), থিয়েটার, এবং টেলিভিশন চালু হবার পর বাংলা সিরিয়ালে, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে শরৎ রচনা। বাংলা মুলধারার সিনেমা এবং গল্প উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অনুসারী একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়েছিল, এবং অনতিদূর অতীত পর্যন্ত সেটাই চালু ছিল। সাধারনত: এই জাতীয় জনপ্রিয়তার সঙ্গে সাহিত্যিক উৎকর্ষের সহাবস্থান হয় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটাই আশ্চর্য যে আমজনতার সঙ্গে বিদগ্ধ পরিশীলিত পাঠককুলও তাঁর রচনায় সমান মুগ্ধ। সাহিত্যের অত্যন্ত খুঁতখুঁতে সমালোচকেরাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি 'মিথে' পরিণত হয়েছেন; এবং তাঁর সম্বন্ধে কতগুলি ধারণা জনমনে বদ্ধমূল হয়েছে, যেমন (১) তিনি অত্যন্ত দরদী লেখক। (২) তিনি সমাজজীবনের অদ্বিতীয় রূপকার। (৩) নারীচরিত্র তিনি অন্তর্যামীর মত জানেন ইত্যাদি।

বিশ্বসাহিত্যে একটা প্রথা আছে যে, যাঁরা খুব বড় লেখক দেশে দেশে, কালে কালে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় তাঁদের উলটে পালটে দেখা হয়। নানামুখী বিচার ও পুনর্বিচারে বেরিয়ে আসে তাঁদের এযাবৎ অনালোচিত শক্তি ও দুর্বলতার নানা দিক। শরৎচন্দ্রের জন্মের পরে একশ তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এখন তাঁর সম্বন্ধেও সেরকম আলোচনার সময় হয়েছে। মনস্বী সমালোচকেরা সে কাজ করছেনও। আমরা শুধু সূত্রাকারে তাঁর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলাম, যা আধুনিক পাঠকের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত।

১। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে শরৎচন্দ্র কোনোরকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেন নি। আবহমানকাল ধরে যে রীতিতে গল্প বলা হয়ে আসছে তিনি সেইভাবেই গল্প বলে গেছেন। প্লট রচনা ও গল্প বলবার এই আদিম, অমোঘ ও সনাতনী রীতিতে তিনি আশ্চর্যরকম সফল এবং আজও প্রাসঙ্গিক।

২। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক পল্লীসমাজের কিয়দংশের নিখুঁত ছবি তাঁর রচনায় আছে। পল্লীগ্রামের কুশ্রীতা, রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ঈর্ষা, সমাজপতিদের দাপট, দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি তিনি গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। কিন্তু কোন্ আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক কারণে এমনটা হয়েছে, বা এ সমাজের ভবিষ্যৎ অভিমুখ কোন দিকে এসব নিয়ে ভাবেন নি।

৩। তাঁর প্রধান চরিত্রেরা সকলেই গ্রামীণ ভূমিনির্ভর বর্ণহিন্দু সমাজের লোক। তারা জমির উপসত্বে দিন কাটায়। অন্য কোনো অর্থকরী পেশা তাদের নেই। ক্বচিৎ কখনো অন্য পেশাজীবী লোকের কথা এলেও (উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার ইত্যাদি) তাদের পেশাগত পরিচয় অস্পষ্ট থেকে গেছে।

৪। কলকাতা শহরে নতুনকালের যে হাওয়া তখন বইছিল তা শরৎচন্দ্রকে স্পর্শ করে নি। বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখ তাঁর রচনায় নেই। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি বিরূপ, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কে তিনি বিদ্বিষ্ট ও বিদ্রূপপরায়ন, ব্রাহ্মদের বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক বিরাগ তিনি লুকোতে পারেন নি।

৫। তাঁর সৃষ্টিশীল পর্বের অনেকখানি সময় ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়নামার) ও কলকাতায় কাটলেও এই দুই স্থানের কোনো প্রভাব তাঁর রচনায় পড়ে নি। একেবারে প্রথম বয়সে নিজের দেশকালকে তিনি যেমন জেনেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাটি মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখে তিনি বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

৬। তাঁর উপন্যাসে নায়কেরা উদ্যমহীন, কর্মহীন, লক্ষ্যহীন, ঘটনাস্রোতে ভাসমান, জাগতিক অর্থে অসফল মানুষ। কিন্তু স্বভাবে তারা সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, উদার, অবৈষয়িক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। এদের অন্তর্জগৎ তিনি খুব দরদের সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি কর্মী পুরুষ আঁকতে গেছেন তারা রক্তমাংসে সজীব হয়ে ওঠে নি।

৭। তাঁর উপন্যাসে প্রধান চরিত্রেরা সকলেই হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হয়। সেই আবেগটিকে লেখক সত্য করে দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু যেখানেই তিনি মননশীল মানুষ আঁকতে গেছেন সেখানেই তারা বাক্সর্বস্ব হয়ে গেছে; সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য থাকে নি।

৮। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নারীপ্রধান। এরা বেশীরভাগই অন্ত:পুরিকা, শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর, বহির্জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী, হৃদয়বতী, ব্যক্তিত্বশালিনী, সেবাপরায়ণা, সাংসারিক কর্মে সুপটু, এবং পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাদের ইচ্ছাশক্তির কাছে পুরুষ সানন্দে বশ্যতা স্বীকার করে।

৯। নারীর জন্য কোনো নিজস্ব জগৎ এরা চায় না। পেলেও তা নিয়েএরা সুখী নয়। স্বামী সংসার ও ঘরকন্নার মধ্যেই নারীজীবনের আসল সার্থকতা আছে বলে তারা মনে করে।

১০। শরৎচন্দ্রের নারীরা বিচিত্ররূপিনী। তাদের মধ্যে ভগবৎসাধিকা, গৃহবধূ, বারাঙ্গনা সবই আছে। কিন্তু সামাজিক পরিচয় যাই হোক না কেন তাঁর কোনো নারীই প্রকৃতপক্ষে পতিতা নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামী বা প্রেমিক পুরুষ সম্পর্কে প্রবলভাবে একনিষ্ঠ। সেই একা নিষ্ঠতাই তাদের সতীত্ব, এবং সতীত্বই তাদের যাবতীয় কর্মের মূল চালিকাশক্তি। তাঁর নারীরা গভীরভাবে ভালোবাসে এবং ভালোবাসার জন্য অনায়াসে সর্বস্ব ত্যাগ করে।

১১। তাঁর সৃষ্ট রমণীদের আরও একটি সাধারণ লক্ষণ আছে। তা হল, এদের কথাবার্তা, ভাষা, আচার ব্যবহার, মান অভিমান, সুখ দুঃখের প্রতিক্রিয়া, রঙ্গরসিকতা, ছলাকলা, আত্মনিবেদন বা প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী সবই একসুরে বাঁধা; এবং তা আশ্চর্যরকম জীবন্ত। শরৎচন্দ্র তাঁর তরুণ বয়সে দেখা পল্লীগ্রামের একান্নবর্তী ভদ্র গৃহস্থপরিবারের নারীদের আদলে তাদের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। একশ বছর আগেকার বাঙালী সংসার তাদের মধ্যে প্রস্তরীভূত হয়ে আছে।

এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ এ তালিকা থেকেই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত মিথগুলি আজ আর স্বত:সিদ্ধ নয়। তাঁর সমাজবীক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গীতে সংকীর্ণতা ছিল, যে সব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর তাঁর উপন্যাসে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক যুগে, পরিবর্তিত সমাজে, তার অনেকগুলিই বর্জনযোগ্য বলেই মনে হবে। বাঙ্গলা সাহিত্য ও বিনোদনের ওপর তাঁর বিপুল প্রভাব যে আগের চেয়ে কিছুটা কমে গেছে তাতেও সন্দেহ নেই।

তবু এখনও শরৎচন্দ্র বিপুল ভাবে জীবিত আছেন। কেন আছেন তার কারণ খুঁজতে আমরা কিছুটা পিছনে তাকাতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে। তখন রবীন্দ্রনাথ মধ্যগগনে, বঙ্কিমের কালও খুব বেশীদূর অতীতের নয়। তখন কার বাংলা উপন্যাসের জগতে প্রধান চরিত্ররা কেউই সাধারণ মানুষ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন আদর্শবাদী কর্মী পুরুষদের কথা। রবীন্দ্র উপন্যাসে নায়কেরা কর্মী না হলেও তাদের এক একটা গভীর অন্তর্জগৎ ছিল। তাদের বুঝতে হলে পাঠককে যে উচ্চতায় উঠতে হত

তা সাধারনের আয়ত্তে নয়। শরৎচন্দ্র আনলেন একেবারে চেনা জগতের কথা। কিন্তু চেনা জগতের নির্ভেজাল বাস্তবতা কখনও আকর্ষনীয় হয় না। তা হয় সমাজতত্ব মনস্তত্বের পথে চলে যায়, অথবা খেলো হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি অন্য কৌশল অবলম্বন করেছে। তাঁর চরিত্রপাত্রেরা যেখানে থাকে, পরাধীন দেশের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে নব নব কর্মোদ্যোগের সম্ভাবনা সেখানে নেই। অধিকাংশ জীবনই বিফল, দুর্বল, সংকীর্ণচিত্ত। কিন্তু সেজন্য লেখক তাদের বিচার করছেন না, বরং প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করছেন। বরং পুরস্কৃত করছেন একটা অলৌকিক উপায়ে - তা হল তাদের অন্যথা অকিঞ্চিৎকর জীবনের নানা কোন থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা প্রবল হৃদয়াবেগের শক্তি দেখিয়ে। এইভাবে চেনা জগতের মধ্যে তিনি অচেনা জগতের আলো ফেলেছেন। এখানে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যুবক নিঃশব্দ আত্মহননের পথে চলে যায় (দেবদাস, পথনির্দেশ), নারীর স্পর্শে অত্যাচারী লম্পট হয়ে যায় বিষয়বিরাগী সচ্চরিত্র (দেনাপাওনা), দুশ্চরিত্র, অপদার্থ , বিধর্মী স্বামীর জন্য নারী স্বেচ্ছায় কলঙ্কিনী সেজে থাকে (শ্রীকান্ত ''১''), পরের ছেলের জন্য স্নেহে পাগল হয়ে থাকে নারীরা (রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মামলার ফল, মেজদিদি), স্বামীর দেওয়া যাবতীয় লাঞ্ছনা অপমানের মধ্যেও ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করে পত্নীর সতীত্বসংস্কার (বিরাজ বৌ, শুভদা, চন্দ্রনাথ), খেলাঘরের বিয়েও সত্যিকারের বিয়ের মর্যাদা পায় প্রেমিকার কাছে (পরিণীতা), প্রিয় পুরুষের সম্মান বজায় রাখবার জন্য কঠিন আত্মনিগ্রহে নারী পিছপা হয় না (পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন), উদাসীন পুরুষের জন্য জীবন বিকিয়ে দেয় উত্তমা নারী (শ্রীকান্ত)। এইসব ঘটনা সংসারিক বাস্তবতা নয়। কল্পলোকের কাহিনী। তাঁর উপন্যাসের দেহ বাস্তব, আত্মা রোমান্সের। এই দুই জগতকে শরৎচন্দ্র যে কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বাসযোগ্য করে দেখাতে পেরেছেন সেখানেই রয়েছে তার প্রতিভার রহস্য। সত্যে ও স্বপ্নে মেশানো এই অলৌকিক জগৎ আজকের পাঠক অলৌকিক বলেই মনে করে। তবু মুগ্ধ হয়।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থতালিকা

(প্রকাশকাল অনুসারে)

১৯১৩	:	বড়দিদি
১৯১৪	:	বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথনির্দেশ, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই
১৯১৫	:	মেজদিদি
১৯১৬	:	পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষনীয়া
১৯১৭	:	শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন
১৯১৮	:	স্বামী, দত্তা, শ্রীকান্ত (২য় পর্ব)
১৯২০	:	ছবি, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে
১৯২৩	:	দেনাপাওনা
১৯২৪	:	নারীর মূল্য, নববিধান
১৯২৬	:	হরিলক্ষ্মী, পথের দাবি
১৯২৭	:	শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব), ষোড়শী (নাটক)
১৯২৮	:	রমা (নাটক)
১৯২৯	:	সত্যাশ্রয়ী (পুস্তিকা), তরুনের বিদ্রোহ
১৯৩১	:	শেষ প্রশ্ন
১৯৩২	:	স্বদেশ ও সাহিত্য
১৯৩৩	:	শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব)
১৯৩৪	:	অনুরাধা, সতী, পরেশ, বিরাজবৌ (নাটক), বিজয়া (নাটক)
১৯৩৫	:	বিপ্রদাস
১৯৩৮	:	ছেলেবেলার গল্প, শুভদা
১৯৩৯	:	শেষের পরিচয় **(এই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র শেষ করে যেতে পারেন নি। মৃত্যুর আগে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে রাধারানী দেবী এটি শেষ করবেন। তদনুসারে রাধারানী দেবীই এটি শেষ করেন।)**

শরৎচন্দ্র বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষয়ে সমালোচনা সাহিত্যের একটি বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। তাঁর জীবন ও রচনার নানাদিক নিয়ে আলাদা বই তো আছেই, তা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তাঁকে নিয়ে আলোচনা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম দেওয়া হল।

১। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন
২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। শরৎচন্দ্র - গোপালচন্দ্র রায়
৪। শরৎচন্দ্র - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৫। Saratchandra, man & Artist - Subcdh ch. Sengupta
৬। শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য - রাধারানী দেবী
৭। শরৎচন্দ্রের সমাজ জিজ্ঞাসা - নাতাই বসু
৮। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলা বাহুল্য এ তালিকা অসম্পূর্ণ

তবে এইগুলি থেকে বাঙ্গলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে কোন কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

সৃষ্টিসন্ধান